



Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957
প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় মাস, ষড়বিংশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, ভাদ্র ২, ইংরিজি ২০২৬, আগস্ট ২০



রেলপথ সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত

নয়াদিিল্লি: দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বহু-লাইন সম্প্রসারণ প্রকল্পে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে প্রায় ৯,৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই চারটি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পগুলি ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

অনুমোদিত প্রকল্পগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার জন্য গুরুত্বপূর্ণ খড়গপুর-ভদ্রক (রানিতাল) চতুর্থ লাইন রয়েছে। ১৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই প্রকল্পের পাশাপাশি ওড়িশায় ভদ্রক-হরিদাসপুর চতুর্থ লাইন তৈরি হবে ৭৫ কিলোমিটার পথে। এছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে গুম্মিডিপুন্ডি-গুড্ডুর তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন ৯০ কিলোমিটার এবং ওড়িশায় কটক-পারাদীপ (বাদাবান্ধা) তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন ৭২ কিলোমিটার দীর্ঘ হবে।

চারটি প্রকল্প মিলিয়ে ভারতীয় রেলের বিদ্যমান নেটওয়ার্কে প্রায় ৪১০ কিলোমিটার নতুন রেললাইন যুক্ত হবে। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের মোট আটটি জেলা এই প্রকল্পগুলির আওতায় আসবে। এর ফলে প্রায় ৬,৪৪৮টি গ্রাম, যেখানে প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষের বসবাস, উন্নত রেল যোগাযোগের সঙ্গে যুক্ত হবে।

রেললাইনের সংখ্যা বাড়ানোর ফলে সংশ্লিষ্ট রুটগুলিতে ট্রেন চলাচলের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং যানজট কমবে। একই সঙ্গে ট্রেন

পরিচালনায় দক্ষতা বাড়বে, পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা উন্নত হবে এবং যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ আরও মসৃণ হবে। প্রকল্পগুলি প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি জাতীয় মহাপরিকল্পনার আওতায় সমন্বিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হবে। এর ফলে বিভিন্ন পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি পণ্য পরিবহণের লজিস্টিক ব্যবস্থাও আরও দক্ষ হবে।

নতুন রেল পরিকাঠামোর ফলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আরও উন্নত হবে। এর মধ্যে রয়েছে কুলডিহা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ভিতরকণিকা জাতীয় উদ্যান, মা ভদ্রকালী মন্দির, মা ধামরাই মন্দির, পঞ্চলিঙ্গেশ্বর মন্দির, তালসারি-উদয়পুর ও চাঁদপুর সমুদ্রসৈকত, পুলিকট হ্রদ, নেলাপট্টু পাখিরালয়, ভগবান বীররাঘব পেরুমল মন্দির, গড়া কুজঙ্গা জগন্নাথ মন্দির, সারলা মন্দির, ধবলেশ্বর মন্দির এবং বৌদ্ধ ঐতিহ্যস্থল ললিতগিরি।

শুধু যাত্রী পরিষেবা নয়, পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রেও এই প্রকল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। কয়লা, লৌহ আকরিক, সিমেন্ট, লোহা ও ইস্পাত, কনটেনার, অটোমোবাইল এবং খাদ্যশস্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ পণ্য পরিবহণের জন্য সংশ্লিষ্ট রুটগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রেললাইনের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে বছরে অতিরিক্ত প্রায় ৭৬ মিলিয়ন টন বা ৭.৬ কোটি টন পণ্য পরিবহণের সুযোগ তৈরি হবে।

রেলপথে পণ্য পরিবহণ বাড়লে দেশের লজিস্টিক ব্যয় কমানোর পাশাপাশি পরিবেশগত সুবিধাও মিলবে। সরকারের

হিসাব অনুযায়ী, প্রকল্পগুলির ফলে প্রায় ১৩ কোটি লিটার তেল আমদানি কমতে পারে এবং প্রায় ৬৫ কোটি কেজি কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন কমানো সম্ভব হবে। এই পরিমাণ কার্বন নির্গমন হ্রাস প্রায় ২.৬ কোটি গাছ রোপণের সমতুল্য বলে জানানো হয়েছে।

রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী যেমন দেশের চার লেনের সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পথ দেখিয়েছিলেন, তেমনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এখন চার লেনের রেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, হাওড়া-চেন্নাই রেলপথে খড়গপুর-ভদ্রক-রানিতাল চতুর্থ লাইন এবং ভদ্রক-হরিদাসপুর চতুর্থ লাইন চালু হলে ট্রেন চলাচল আরও মসৃণ হবে, যাত্রার সময় কমবে এবং দিল্লি-সহ দেশের অন্যান্য প্রান্তে আরও বেশি ট্রেন চালানোর সুযোগ তৈরি হবে।

কটক-পারাদীপ রেলপথ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন রেলমন্ত্রী। উত্তর ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডের পণ্য পরিবহণের জন্য হরিদাসপুর-পারাদীপ রেলপথ ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে মধ্য ওড়িশা, পশ্চিম ওড়িশা এবং ছত্তীসগড় থেকে আসা পণ্য পরিবহণের চাপ সামলাতে কটক-পারাদীপ রেলপথকে চার লাইনে উন্নীত করা হচ্ছে। বিশেষ করে কটক এলাকায় যানজট যাতে না বাড়ে, সেদিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

কেন্দ্রের এই বিনিয়োগ ওড়িশার রেল পরিকাঠামোতেও বড় পরিবর্তন আনবে বলে জানান রেলমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ওড়িশায় এক

লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করা হবে। এর ফলে রাজ্যের প্রায় ৪.৫ কোটি মানুষ উপকৃত হবেন এবং রাজ্যের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে। সামগ্রিকভাবে, চারটি বহু-লাইন প্রকল্পের অনুমোদন এর মাধ্যমে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি, শিল্প ও বাণিজ্যের গতি ত্বরান্বিত করা, পর্যটনকেন্দ্রগুলির যোগাযোগ উন্নত করা এবং পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তের পরে প্রধানমন্ত্রী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েছেন, এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে ভারতীয় রেলের নেটওয়ার্কে গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত সক্ষমতা তৈরি হবে এবং এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। প্রকল্পগুলি যাত্রী ও পণ্য পরিবহণকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি রেলপথে যানজট কমাতে সাহায্য করবে।

এর ফলে দেশের লজিস্টিক ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ আরও সহজ করা এবং বাণিজ্য ও পর্যটনের প্রসার ঘটানোর সুযোগ তৈরি হবে বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, এই প্রকল্পগুলির ফলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের গতি, যোগাযোগ, বাণিজ্য এবং পর্যটন—সব ক্ষেত্রেই ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে কটক-পারাদীপ রুটে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও গোছানো হবে বলেই রেল দপ্তর সূত্রে খবর।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন পরিকাঠামোয় জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার

কলকাতা: রাজ্যের বিদ্যুৎ সঞ্চালন পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করতে প্রায় ৪৭৩.০৬ কোটি টাকা মূলধনী ব্যয়ের ক্ষেত্রে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন (ডব্লিউবিইআরসি)। রাজ্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন সংস্থা ডব্লিউবিএসইটিসিএলের চারটি প্রকল্পের জন্য এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর ফলে উত্তরবঙ্গ থেকে শিল্পাঞ্চল—বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ সঞ্চালন ক্ষমতা বাড়বে।

চারটি প্রকল্পের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগটি রায়গঞ্জে। প্রায় ১৬৯.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে রায়গঞ্জের ১৩২/৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশনকে উন্নীত করে ২২০/১৩২/৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশনে পরিণত করা হবে। একই সঙ্গে ডালখোলা-গাজোল ২২০ কেভি লাইনের সঙ্গে লাইন-ইন-লাইন-আউট বা এলআইএলও সংযোগ স্থাপন করা হবে।

রায়গঞ্জে বিদ্যুতের চাহিদা দ্রুত বাড়ায় এই প্রকল্প বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২৪ সালের জুনে সেখানে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ১২৮ এমভিএ-তে পৌঁছেছিল। অথচ বর্তমান সাবস্টেশনে তিনটি ৫০ এমভিএ ট্রান্সফরমার রয়েছে, *দ্বিতীয় পাতায়*

আইআইটির ক্যাম্পাস রূপান্তরে ১০০০ কোটি

কলকাতা: শিক্ষা, গবেষণা, আবাসন, ক্রীড়া ও পড়ুয়াদের জীবনযাত্রার পরিকাঠামো আরও উন্নত করতে প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্যাম্পাসের সামগ্রিক রূপান্তর কর্মসূচি হাতে নিয়েছে আইআইটি খড়গপুর। এর আওতায় নতুন অ্যাকাডেমিক পরিকাঠামো, গবেষণাগার, ছাত্রাবাস, ক্রীড়া ও বিনোদন কেন্দ্র, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ পরিষেবা এবং আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে।

ক্যাম্পাসে প্রায় ৬০১ কোটি টাকা ব্যয়ে পাঁচটি জি+৮ তলা ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হচ্ছে। ২০২৭ সালের মধ্যে এই আবাসনগুলিতে প্রায় ৪,৫০০ জন পড়ুয়ার থাকার ব্যবস্থা হবে। আধুনিক ছাত্রাবাসগুলিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, প্রযুক্তি কক্ষ, গ্রন্থাগার, ইনডোর কোর্ট, সৌর প্যানেল এবং পুনর্ব্যবহৃত জলের ব্যবস্থার মতো বিভিন্ন সুবিধা রাখা হচ্ছে।

গবেষণার পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করতে পৃথক একটি কমপ্লেক্সও তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে প্রায় ১,০০০ জন গবেষক থাকার ও কাজ করার সুযোগ পাবেন।

পড়ুয়া ও গবেষকদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক সুস্থতার দিকে নজর রেখে প্রায় ৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে সেতু ওয়েলনেস সেন্টার। ৫,০০০ বর্গমিটারেরও বেশি এলাকা জুড়ে গড়ে উঠতে থাকা এই কেন্দ্রে ২৫টিরও বেশি ব্যক্তিগত একসঙ্গে পরামর্শকক্ষ থাকবে। ক্রীড়া, শরীরচর্চা এবং

সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের জন্য প্রায় ২০,০০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে তৈরি হচ্ছে ক্রিয়েটিভ কেন্দ্র। সেখানে ইনডোর স্পোর্টসের পাশাপাশি প্রায় ২২৫ জন ব্যবহারকারীর জন্য একটি ফিটনেস সেন্টার এবং বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের জন্য বিশেষ জায়গা থাকবে। ক্যাম্পাসের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে প্রায় ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নব্য প্লাজা, ৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অ্যাক্সেন্স ভবন এবং ১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ওশান ইঞ্জিনিয়ারিং বেসিন। শিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব ও স্মার্ট পরিবহণ ব্যবস্থার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ক্যাম্পাসে ই-সাইকেল শেয়ারিং ব্যবস্থা এবং অ্যাপের মাধ্যমে পরিচালিত বাস পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে যাতায়াত আরও সহজ হওয়ার পাশাপাশি পরিবহণ ব্যবস্থাকে প্রযুক্তিনির্ভর ও পরিবেশবান্ধব করে তোলার লক্ষ্য রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, প্রায় ১,০০০ কোটি টাকার এই রূপান্তর কর্মসূচির মাধ্যমে আইআইটি খড়গপুরে নতুন ভবন ও আবাসন তৈরির পাশাপাশি শিক্ষা, গবেষণা, ছাত্রকল্যাণ, ক্রীড়া, মানসিক স্বাস্থ্য, পরিবেশবান্ধব পরিকাঠামো এবং স্মার্ট ক্যাম্পাস ব্যবস্থাকে একসঙ্গে আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।



ব্রিক্স এনার্জি ভরসা যুব শক্তিই

নয়াদিিল্লি: ব্রিকসের ২০২৬ সালের সভাপতিত্বের অধীনে ভারত ১৭ আগস্ট ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজন করল অষ্টম ব্রিকস যুব জ্বালানি সম্মেলন ২০২৬। সম্মেলনে ব্রিকস সদস্য দেশগুলির সরকারি প্রতিষ্ঠান, জ্বালানি মন্ত্রক ও শিক্ষাক্ষেত্রের শতাধিক তরুণ জ্বালানি পেশাদার অংশগ্রহণ করেন। ব্রিকস যুব জ্বালানি সংস্থা ছাড়াও ‘সাসটেনেবল এনার্জি ফর অল’, আন্তর্জাতিক সৌর জোট এবং আন্তর্জাতিক পুনরবীকরণযোগ্য শক্তি সংস্থার প্রতিনিধিরাও সম্মেলনে অংশ নেন।

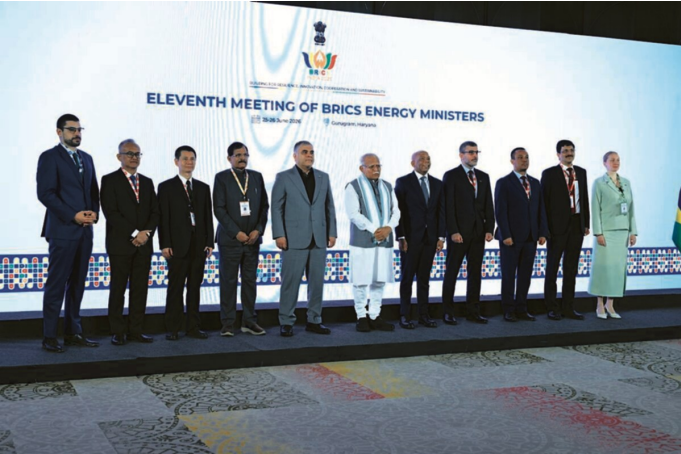
২০২৬ সালে ব্রিকসের সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছে ভারত। ভারতের সভাপতিত্বের মূল ভাবনা হল ‘সহনশীলতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও স্থায়িত্বের জন্য নির্মাণ’। এই বৃহত্তর ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জ্বালানি ক্ষেত্রে ভারতের নির্ধারিত প্রতিপাদ্য হল ‘সর্বোচ্চ উর্জম্’—অর্থাৎ সকলের জন্য শক্তি। এর মাধ্যমে ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে সর্বজনীন, সাশ্রয়ী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক জ্বালানি পরিষেবা নিশ্চিত করার প্রতি ভারতের অঙ্গীকার তুলে ধরা হয়েছে।

সম্মেলনে ব্রিকসের জ্বালানি সহযোগিতার কেন্দ্রে রাখা হয় যুবশক্তিকে। উদ্ভাবন, উদ্যোগ, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আলোচনায় উঠে আসে। ব্রিকসের বিভিন্ন দেশের তরুণ পেশাদার, শিক্ষাবিদ, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

শুধু আলোচনা নয়, যুবসমাজের অংশগ্রহণকে বাস্তব ফলাফলে পরিণত

করার উপরও সম্মেলনে জোর দেওয়া হয়েছে। যৌথ গবেষণা, প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ, জ্ঞান বিনিময় এবং দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণদের অংশগ্রহণকে আরও কার্যকর করে তোলার বিষয়ে মতবিনিময় হয়।

সম্মেলনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়—জ্বালানি নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব,



দেওয়া হয়। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং ডিজিটলাইজেশনকে আরও কার্যকর জ্বালানি ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য জ্বালানি তথ্য, বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে আন্তঃসংযোগ, সাইবার নিরাপত্তা এবং দক্ষ মানবসম্পদ—এই বিষয়গুলিকেও ভবিষ্যতের নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক জ্বালানি ব্যবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে তুলে ধরা হয়।

সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিরা দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা, জ্বালানি পরিষেবার প্রসার, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী-কুসুম, প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর, শান্তি আইন, পুনর্গঠিত বিতরণ ক্ষেত্র প্রকল্প এবং ইন্ডিয়া এনার্জি স্ট্যাক-এর মতো উদ্যোগের কথা উল্লেখ করা হয়।

ভারত কীভাবে জ্বালানি উৎসের বৈচিত্র্য বাড়াবে, বিদ্যুৎ বিতরণ পরিকাঠামো শক্তিশালী করছে এবং বিকেন্দ্রীভূত পুনরবীকরণযোগ্য জ্বালানি ও ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াবে, সেই অভিজ্ঞতাও সম্মেলনে তুলে ধরা হয়।

একই সঙ্গে স্মার্ট গ্রিড ও জ্বালানি সঞ্চয় বিষয়ে ব্রিকস ডিজিটাল সেন্টার অব এক্সেলেন্স-কে জ্ঞান বিনিময়, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে তুলে ধরা হয়। স্মার্ট গ্রিড, শক্তি সঞ্চয় এবং বিদ্যুৎ গ্রিডের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার সুযোগ নিয়ে এই প্র্যাটফর্মে কাজ করার সম্ভাবনার কথাও উঠে এসেছে এদিনের ভার্চুয়াল সভায়।

সম্পাদকীয়

কাশ্মীরের পর্যটনকে আরও আন্তর্জাতিক করে তোলার পক্ষে সওয়াল করেছেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গর। তাঁর বক্তব্য, আমেরিকান পর্যটকদের জন্য কাশ্মীর আরও উন্মুক্ত হলে উপত্যকার পর্যটন আয় বাড়তে পারে। তাঁর সাম্প্রতিক কাশ্মীর সফরে তিনি জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলেও মন্তব্য করেছেন এবং মার্কিন পর্যটন-পরামর্শ পুনর্বিবেচনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে কথাটি নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। পর্যটন বাড়লে হোটেল, পরিবহণ, হস্তশিল্প, রেস্টুরাঁ, স্থানীয় পরিষেবা—প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ে। কাশ্মীরের মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ অঞ্চলে আন্তর্জাতিক পর্যটকের সংখ্যা বাড়ানো তাই স্বাভাবিকভাবেই একটি অর্থনৈতিক সুযোগ। কিন্তু নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটি আরও একটু গভীরে গিয়ে দেখা প্রয়োজন। কাশ্মীর শুধু পর্যটনকেন্দ্র নয়; এটি ভারতের অন্যতম সংবেদনশীল ভূকৌশলগত অঞ্চল। এখানে পর্যটকের সঙ্গে প্রবেশ করবে সাংবাদিক, গবেষক, ব্যবসায়ী, তথ্যচিত্র নির্মাতা, স্বেচ্ছাসেবী, প্রযুক্তিবিদ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিও। তাঁদের অধিকাংশই নিঃসন্দেহে পর্যটন ও স্বাভাবিক নাগরিক বিনিময়ের অংশ হবেন। কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থার কাছে প্রশ্নটি হওয়া উচিত—এই প্রবাহের আড়ালে কেউ কি অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে আসতে পারে? এই প্রশ্নকে নিছক কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চলতি বছরেই জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ এক মার্কিন নাগরিক ম্যাথিউ অ্যারন ভ্যান ডাইক-সহ সাত বিদেশিকে গ্রেফতার করেছে। তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, ওই ব্যক্তির উত্তর-পূর্ব ভারত ও মায়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে যোগাযোগ, ড্রোন-সংক্রান্ত কার্যকলাপ

এবং সীমান্তপারের কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। আদালতের নথি নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে মিজোরামে প্রবেশ, মায়ানমারে যাওয়া এবং সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে যোগাযোগের মতো গুরুতর অভিযোগের উল্লেখ রয়েছে। এখানে একটি বিষয় অবশ্যই পরিষ্কার রাখা দরকার—কোনও বিদেশি পর্যটক মান্নেই গোয়েন্দা বা নিরাপত্তা-স্ট্রীকি নন। একইভাবে কোনও একটি মামলার ভিত্তিতে একটি গোটা দেশের পর্যটকদের সন্দেহের চোখে দেখা উচিত নয়। ভ্যান ডাইক মামলাটিও এখনও বিচারাধীন তদন্তের বিষয়; অভিযোগকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে ধরে নেওয়া যায় না। কিন্তু ঘটনাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা-শিক্ষা দিয়ে যায়—পর্যটন ভিসা, বৈধ সফর এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য সবসময় একই বিষয় নয়। বিশেষত আধুনিক গোয়েন্দা-যুদ্ধের যুগে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বদলে গিয়েছে। কোনও বিদেশি এজেন্টের হাতে হয়তো প্রচলিত গুপ্তচর সরঞ্জাম থাকবে না। একটি ক্যামেরা, মোবাইল ফোন, জিপিএস, ড্রোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং স্থানীয় যোগাযোগের নেটওয়ার্কই যথেষ্ট হতে পারে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহের জন্য। একটি সেতু কোথায়, সেনা বা পুলিশের উপস্থিতি কেমন, কোন রাস্তা দিয়ে দ্রুত যাতায়াত করা যায়, কোন অঞ্চলে কী ধরনের পরিকাঠামো রয়েছে—আজকের দিনে এই তথ্যের অনেকটাই ওপেন-সোর্স তথ্যের সঙ্গে মেলানো সম্ভব। কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ঝুঁকিটি আরও সংবেদনশীল। পর্যটনের বিস্তার যদি শ্রীনগর, গুলমার্গ, পাহেলগাঁও বা অন্যান্য পরিচিত পর্যটনকেন্দ্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তা এক বিষয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক পর্যটন যদি ক্রমশ দুর্গম সীমান্তবর্তী অঞ্চল, সামরিকভাবে সংবেদনশীল এলাকা এবং নিয়ন্ত্রণরেখার কাছাকাছি অঞ্চলের দিকে বিস্তৃত হয়, তাহলে নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়িত্বও বহুগুণ বাড়বে।

হকি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছাল ভারত

ওয়াগেনার: এফআইএইচ পুরুষ হকি বিশ্বকাপ ২০২৬-এর পুল ডির গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ৫-৩ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে জায়গা করে নিল ভারত। একই সঙ্গে এই পরাজয়ের ফলে বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হল পাকিস্তানের। ভারতের হয়ে অধিনায়ক

সুফিয়ান খান সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোল করেন। ফলে প্রথমার্ধের শেষে ভারত ৪-২ গোলে এগিয়ে থাকে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে দুই দল মিলিয়ে মোট চারটি গোল হয়। তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই ভারতের ব্যবধান ফের বাড়়। ৩৫ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল করেন হার্দিক



হরমনপ্রীত সিং ও ফরোয়ার্ড অভিষেক দুটি করে গোল করেন। অপর গোলটি করেন হার্দিক সিং। ওয়াগেনার হকি স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলতে নামে ভারত। ম্যাচের পঞ্চম মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে শক্তিশালী ড্রাগ-ক্লিকের সাহায্যে গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন হরমনপ্রীত। ছয় মিনিট পর, অর্থাৎ ১১ মিনিটে, ফিল্ড গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন অভিষেক। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই ভারতের দাপট আরও বাড়ে। ২১ মিনিটে ফের পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে হরমনপ্রীত ভারতের ব্যবধান ৩-০ করেন। তবে পরের মিনিটেই পাল্টা আক্রমণে পাকিস্তানের হয়ে একটি গোল শোধ করেন হান্নান শাহিদ। এর মাত্র দুই মিনিট পরেই ফের গোল করে ভারতকে তিন গোলের ব্যবধানে এগিয়ে দেন অভিষেক। ম্যাচের ২৪ মিনিটে ৪-১ দ্বিতীয় ফিল্ড গোলের ফলে স্কোর দাঁড়ায় ৪-১। পাকিস্তান দ্রুত পাল্টা চাপ তৈরি করে। তারা পেনাল্টি কর্নার আদায় করে এবং

সিং, ফলে ভারত ৫-২ গোলে এগিয়ে যায়। শেষ কোয়ার্টারে পাকিস্তান ম্যাচে ফেরার মরিয়া চেষ্টা চালায়। ৪৬ মিনিটে হান্নান শাহিদ নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে ব্যবধান কমিয়ে ৫-৩ করেন। এরপর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাকিস্তান আক্রমণ চালিয়ে যায় এবং ৫৮ মিনিটে আরও একটি পেনাল্টি কর্নার আদায় করে। তবে ভারতীয় রক্ষণভাগ দৃঢ়তার সঙ্গে সেই চাপ সামলে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত দুই গোলের ব্যবধান ধরে রেখে জয় নিশ্চিত করে। এই জয়ের ফলে পুল ডি-তে দ্বিতীয় স্থানে থেকে পরবর্তী রাউন্ডে পৌঁছে গেল ভারত। পুলের শীর্ষে রয়েছে ইংল্যান্ড। এর আগে ইংল্যান্ড ৮-২ গোলে ওয়েলসকে হারিয়ে পুলের প্রথম স্থান নিশ্চিত করে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সাম্প্রতিক দাপুটে পারফরম্যান্সের ধারাও এই ম্যাচে বজায় রইল। হরমনপ্রীতের দুটি পেনাল্টি কর্নার গোল এবং অভিষেকের জোড়া ফিল্ড গোলের পাশাপাশি হার্দিকের সফল পেনাল্টি স্ট্রোক ভারতকে আক্রমণে এগিয়ে রাখে।

জ্বালানিতে লাভ বৃদ্ধি

সন্দর্শন ডেক্স: ইরান ও ইউক্রেনের যুদ্ধের জেরে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহে ব্যাঘাত, মূল্যবৃদ্ধি এবং আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে জ্বালানি সংগ্রহের প্রতিযোগিতা বেড়েছে। এর ফলে বিপরীত দিকে লাভবান হচ্ছে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তেল শোধনাগারগুলি। মধ্যপ্রাচ্য ও রাশিয়া থেকে যে দেশগুলি আগে জ্বালানি আমদানি করত, তাদের চাহিদার একটি বড় অংশ এখন ভারত ও মার্কিন শোধনাগারগুলি পূরণ করছে। বিশ্লেষক ও ব্যবসায়ীদের মতে, যুদ্ধের কারণে মধ্যপ্রাচ্য ও রাশিয়ার সরবরাহ ব্যবস্থা যতদিন ব্যাহত থাকবে, ততদিন ভারত ও মার্কিন শোধনাগারগুলির উচ্চ রপ্তানি থেকে বিপুল আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পরামর্শদাতা সংস্থা রিস্ট্যড এনার্জির ভাইস প্রেসিডেন্ট লিন ইয়ে বলেন, আঞ্চলিক বাজারে সরবরাহ সংকট তৈরি হলে ভারত এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ‘সুইং সাপ্লায়ার’ হিসেবে ভূমিকা পালন করতে থাকবে। রিলয়েন্স ও নায়ারার মতো রপ্তানিমুখী ভারতীয় শোধনাগারগুলিতে ধারাবাহিকভাবে উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের ফলে আঞ্চলিক সরবরাহের ঘাটতি সামাল দিতে ভারত দ্রুত জ্বালানি সরবরাহ বাড়াতে পারছে। অন্যদিকে মার্কিন শোধনাগারগুলিও রেকর্ড গতিতে পরিশোধিত জ্বালানি রপ্তানি করছে। মার্কিন সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ৭ আগস্ট শেষ হওয়া সপ্তাহে ডিজেল ও হিটিং অয়েল-সহ ডিস্টিলেট জ্বালানির রপ্তানি দৈনিক ১৯ লক্ষ ব্যারেলে পৌঁছেছিল। একই সময়ে বিমান জ্বালানি রপ্তানি ছিল দৈনিক প্রায় ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার ব্যারেল। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, জুলাইয়ে বিশ্বজুড়ে তেল শোধনের পরিমাণ দৈনিক প্রায় ৮ কোটি ৯০ লক্ষ ব্যারেলে নেমে এসেছে, যা এক বছর

আগের তুলনায় দৈনিক প্রায় ৫০ লক্ষ ব্যারেল কম। অথচ বিশ্বে দৈনিক তেলের চাহিদা ১০ কোটি ব্যারেলেরও বেশি। এশিয়ার অন্যতম বড় পেট্রোল আমদানিকারক ইন্দোনেশিয়াতেও জ্বালানির চাহিদা শক্তিশালী রয়েছে। সিঙ্গাপুরভিত্তিক এক ব্যবসায়ীর মতে, আগস্টে দেশটির জ্বালানি ব্যবহার প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষ ব্যারেল হতে পারে, যেখানে জুলাইয়ে তা ছিল প্রায় ৯০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ব্যারেল। ইন্দোনেশিয়া সাধারণত ৮৮ থেকে ৯২ অকটেনের পেট্রোল আমদানি করে এবং তার বড় অংশ আসে ভারত, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে। রিস্ট্যড এনার্জির অনুমান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ইন্দোনেশিয়ার জ্বালানি চাহিদা দৈনিক গড়ে প্রায় ৬ লক্ষ ৩৬ হাজার ব্যারেল এবং চতুর্থ ত্রৈমাসিকে প্রায় ৬ লক্ষ ৪১ হাজার ব্যারেল হতে পারে। ২০২৫ সালে বার্ষিক গড় চাহিদা ছিল দৈনিক প্রায় ৬ লক্ষ ৩১ হাজার ব্যারেল। উদ ম্যাকেঞ্জির মতে, ভর্তুকিনির্ভর জ্বালানি বাজার হওয়ায় অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা ইন্দোনেশিয়ায় তুলনামূলকভাবে কম পড়েছে এবং চলতি বছরে দেশটির জ্বালানি চাহিদা দৈনিক প্রায় ৬ লক্ষ ৯০ হাজার ব্যারেল হতে পারে। মার্কিন রপ্তানিকারকরাও ইউরোপের বাজারে জোর দিচ্ছে। ইউরোপের বহু দেশ আগে মধ্যপ্রাচ্যের তেলের উপর নির্ভরশীল ছিল। একই সঙ্গে লাতিন আমেরিকা এবং অন্যান্য কিছু বাজারে রাশিয়ার তেলের বিকল্প হিসেবেও মার্কিন জ্বালানির চাহিদা বেড়েছে। ব্রাজিল, যা রাশিয়ার ডিপজলের অন্যতম বড় ক্রেতা, গত মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দৈনিক প্রায় ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ব্যারেল

ডিজেল আমদানি করেছে—জুনের তুলনায় যা দ্বিগুণেরও বেশি। রাশিয়া ২০২৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত জ্বালানি রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা বাড়ানোর পর ব্রাজিলের আমদানির ধরনেও পরিবর্তন এসেছে। ভারত ও মার্কিন শোধনাগারগুলির সামনে অতিরিক্ত প্রতিযোগিতা তৈরি করতে পারে চিন। ঐতিহাসিকভাবে এশিয়ার জ্বালানি রপ্তানি বাজারে চিনের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। উদ ম্যাকেঞ্জির মতে, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো অন্যান্য রপ্তানিকারকদের অতিরিক্ত সরবরাহ বাড়ানোর সুযোগ সীমিত, কারণ অপরিশোধিত তেলের সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তার প্রভাব তাদের শোধনাগারগুলির উৎপাদনে পড়ছে। জুলাই থেকে চিন জ্বালানি রপ্তানির উপর নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল করেছে। তথ্য অনুযায়ী, জুনে চিনের জ্বালানি রপ্তানি যেখানে ছিল প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার ৮৬০ টন, জুলাইয়ে তা বেড়ে ১১ লক্ষ টনে পৌঁছেছে। তবে ভারত ও আমেরিকার নিজেদের অভ্যন্তরীণ চাহিদাও এই রপ্তানি বৃদ্ধির পথে সীমাবদ্ধতা তৈরি করেছে। উত্তর গোলার্ধে বর্তমানে গাড়ি চালানোর মরসুম হওয়ায় দুই দেশেই পেট্রোল ও পরিবহণ জ্বালানির চাহিদা বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত সপ্তাহে পেট্রোলের দৈনিক গড় চাহিদা প্রায় ৯০ লক্ষ ব্যারেল ছিল। বিমান জ্বালানির চাহিদাও দৈনিক প্রায় ২০ লক্ষ ব্যারেলে পৌঁছেছে, যা গত বছরের একই সময়ের ১৬ লক্ষ ব্যারেলের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। ভারতের ক্ষেত্রেও আগামী দশকজুড়ে জ্বালানির চাহিদা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। ফলে দেশের উৎপাদিত পরিশোধিত জ্বালানির আরও বেশি অংশ অভ্যন্তরীণ বাজারেই ব্যবহৃত হতে পারে।

ইন্দো-জাপ প্রতিরক্ষা বৈঠক

নয়াদিল্লি: ভারত ও জাপানের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদার করতে আগামী ২০ আগস্ট নয়াদিল্লিতে জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই বৈঠকে দুই দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করা, কৌশলগত আস্থা বৃদ্ধি এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার বিষয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। বৈঠকে সামুদ্রিক নিরাপত্তা সহযোগিতা আরও গভীর করা এবং ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ কাঠামোর আওতায় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যৌথ সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়েও মতবিনিময় করবেন দুই মন্ত্রী। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত তিনটি নীতি জাপান সরশোধন করার পর এই বৈঠককে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ভারত ও জাপানের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি নতুন রূপরেখা তৈরির সুযোগ তৈরি হবে।

ভারত সফরের প্রথম দিন ১৯ আগস্ট মুম্বইয়ে ওয়েস্টার্ন নেভাল কমান্ড পরিদর্শন করেন জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমি। সেখানে তিনি নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথন এবং ওয়েস্টার্ন নেভাল কমান্ডের ফ্ল্যাগ অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফ ভাইস অ্যাডমিরাল সঞ্জয় বাতসায়নের সঙ্গে বৈঠক করেন। ভারতীয় নৌবাহিনীর দায়িত্ব, ভূমিকা এবং বিভিন্ন অপারেশনাল সক্ষমতা সম্পর্কে জাপানি প্রতিনিধিদলকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করা হয়। ওয়েস্টার্ন নেভাল কমান্ডে পৌঁছানোর পর জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। এর আগে তিনি নেভাল ডকইয়ার্ডে ‘গৌরব স্তম্ভ’-এ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পাশাপাশি দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আইএনএস চেম্বাই পরিদর্শন করেন তিনি। ভারত ও জাপান একটি মুক্ত, অবাধ, স্থিতিস্থাপক ও সমৃদ্ধ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল গড়ে তোলার অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। ফলে জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দুদিনের ভারত সফর দুই দেশের ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের ধারাবাহিকতায় গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন পরিকাঠামোয়

প্রথম পাতার বাকি অংশ
অর্থাৎ মোট স্থাপিত ট্রান্সফরমার ক্ষমতা ১৫০ এমভিএ। ভবিষ্যতের চাহিদা এবং নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে সাবস্টেশনটির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। অন্যদিকে, পূর্ব বর্ধমানের সদরঘাটে প্রায় ১৫৭.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন ১৩২/৩৩ কেভি গ্যাস ইনসুলেটেড সাবস্টেশন বা জিআইএস গড়ে তোলা হবে। এখানে দুটি ৮০ এমভিএ ট্রান্সফরমার এবং ১৩টি ফিডার বে থাকবে। নতুন পরিকাঠামোটি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও সক্ষম করে তুলবে। হুগলির কিউ-২ শিল্প পার্কেও বিদ্যুৎ পরিকাঠামো সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেখানে প্রায় ১২০.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩২/৩৩/১১ কেভি ক্ষমতার একটি নতুন জিআইএস সাবস্টেশন তৈরি করা হবে। শিল্পাঞ্চলে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই প্রকল্প শিল্প উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। এছাড়া কেএলসি-বানতলা অঞ্চলের বিদ্যুৎ সঞ্চালন পরিকাঠামো শক্তিশালী করার জন্য আরও ২৫.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। চারটি

প্রকল্পের মধ্যে বানতলা প্রকল্পটি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে কমিশন করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বাকি তিনটি প্রকল্প ২০২৮-২৯ অর্থবর্ষের মধ্যে চালু করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। রাজ্যের বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো নয়, শক্তিশালী সঞ্চালন পরিকাঠামো গড়ে তোলাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রায়গঞ্জ, সদরঘাট, হুগলির শিল্পাঞ্চল এবং বানতলার মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার সক্ষমতা বাড়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতের চাহিদা মোকাবিলাতেও রাজ্য আরও প্রস্তুত হবে। অন্যদিকে, রাজ্যে পর্যটন শিল্পের প্রসারে এক হাজার কোটি টাকার পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে সরকার। ইতিমধ্যেই ১২৯ কোটি টাকা স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে ও ৪৮৬ কোটি টাকাত এসএএসটিআই প্রকল্পের জন্য ধার্য করা হয়েছে। তবে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, পর্যটন শিল্পের প্রসারের জন্য বেসরকারী বিনিয়োগের আবেদন করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থাকে পোক্ত করাই লক্ষ্য রাজ্যের। ফলে পরিকাঠামো বৃদ্ধিতে নজরদারি বাড়ছে।

